https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞানমূলক কাঠামো : উৎকর্ষ বনাম বাস্তবতা

অশোক কুমার জানা[1]

***সংক্ষিপ্তসার* (Abstract):** *বর্তমান আমাদের শিক্ষামূলক বিকাশের জন্য বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞান মূলক কাঠামো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার কেন্দ্র বিন্দু বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞান মূলক কাঠামো : উৎকর্ষ বনাম বাস্তবতা ।এই প্রবন্ধে বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞান মূলক কাঠামোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত উপাদান, শিক্ষাদান, শিক্ষানীতি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানব ।এই উপাদান গুলো বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন ,বোধগম্য করে এবং প্রয়োগে করে ব্যবহারীক জীবনের এর উৎকর্ষ বনাম বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও অনুভব করব। আমাদের বাস্তব জগৎ ,বস্তু জগত, মনের অস্তিত্ব , বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষন পদ্ধতির মাধ্যমে ,বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে অনুভব ও উপলব্ধিকে জাগ্রত করা । বাস্তববাদ কীভাবে মানব জীবনের জ্ঞান মূলক বিকাশে,মানবীয় মূলধন বিকাশে ও অভিজ্ঞতা আর্জনে সাহায্য করে, সে বিষয়ে বাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করা ।এই প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনের মান উন্নয়ন ঘটবে, বিশ্বের সব কিছুর কার্য – কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাবে,বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে ,জ্ঞানমূলক কাজের বিকাশ ঘটবে এবং মানব জীবনের আচরণের পরিবর্তন ও মান উন্নয়ন ঘটবে । তাই এই দর্শন হল বাস্তববদী দর্শন ।*

AIJITR - Volume - 1, Issue - II, Nov-Dec 2024
Copyright © 2024 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

***শব্দসূচক* বা *মূলশব্দ* (Key words):** *জ্ঞানমূলক কাঠামো, বাস্তববাদ, অনুশীলন, উৎকর্ষ, বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা, আত্মোপলব্ধি, মানবিয় মূলধন, আচরণ ও মান উন্নয়ন ইত্যাদি ।*

1. ভূমিকা (Introduction)

বাস্তববাদ হল পাশ্চাত্যের একটি বাস্তবধর্মী ও ব্যবহারীক মতবাদ। নবজাগরন থেকেই বাস্তববাদের জন্ম হয় ।গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল হলেন বাস্তববাদী দর্শনের প্রবর্তক। বাস্তববাদ কথাটীর ইংরেজী শব্দ হল Realism ।Realism শব্দটি এসেছে Real শব্দ থেকে । Real শব্দটির অর্থ হল 'বাস্তব" বা 'বিদ্যমান' অর্থাৎ এটি একটি জিনিস বা ঘটনাকে বোঝায়,যেখানে কল্পনার কোন অস্তিত্ব নেই।বাস্তবতা হল বাস্তব ।বাস্তববাদ হল এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে বলা হয়,আমারা যা দেখি বা উপলব্ধি করি তা হল বাস্তব ।যে মতবাদ বাস্তব বা সত্য কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে সেই মতবাদকে বাস্তববাদ বলে ।এই দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জ্ঞান, বোধগম্য, উপলব্ধির ও ইতিবাচক বিশ্বাস। বাস্তববাদ হল বাস্তব জীবনের ব্যবহারীক দর্শন, কারণ বাস্তববাদ বর্তমান শিক্ষ ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমেই উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেই চলেছে ।

2. গবেষণামূলক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য (Objective of the study)

ক) বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞানমূলক কাঠামোকে উল্লেখ ও বর্ণনা করা ।
খ) বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞানমূলক কাঠামোর বিভিন্ন দিক গুলো বিশ্লেষণ করা ।
গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞানমূলক কাঠামোর উৎকর্ষ- বাস্তবতা খুঁজেবের করা ।
ঘ) দর্শনের জ্ঞান মূলক কাঠামোর বিভিন্ন দিক বা বিষয় গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা ।

3. গবেষণামূলক প্রবন্ধের পদ্ধতি (Methodology of the study)

[1] *প্রাক্তন ছাত্র, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী,নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

DOI (Crossref) Prefix: **https://dx.doi.org/10.63431/AIJITR/1.II.2024.73-84**
AIJITR, Volume-1, Issue-II, November - December 2024, PP. 73-84.
Revised and accepted on 20th December 2024, Published: 31th December 2024.

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে মূলত গুণগত গবেষণা,তথ্যের বাখ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

3. গবেষণামূলক প্রবন্ধের গুরুত্ব (Important of the study)

বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা,অর্ন্তদৃষ্টির জাগরন,মানবীয় মূলধন ও মূল্যবোধের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

5.**গবেষনা পত্রের পটভূমিকা :- বাস্তববাদী দর্শনের জ্ঞানমূলক কাঠামো:**

5.1 **বাস্তববাদী দর্শনের অর্থ নির্ধারণ** :- ভাববাদী দর্শনের বিপরীত মুখী দর্শন হল বাস্তববাদ। নবজাগরন বা রেনেসাঁস থেকেই বাস্তববাদের জন্ম হয় ।382-322 B.C গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের আলোচনায় বাস্তববাদের ধারনা পাওয়া যায় ।।তাই অ্যারিস্টটলকে বাস্তববাদের জনক বলা হয় । ‘বাস্তব’ (Reality) শব্দের অর্থ হল বাস্তব বা বিদ্যমান। যা একটি জিনিস বা ঘটনাকে বোঝায় । যেখানে কল্পনার কোন অস্তিত্ব নেই। ব্যুৎপত্তি গত ভাবে বাস্তববাদ (Realism) এর অর্থ হল- “ একটি জিনিস সম্পর্কে বা কোন বস্তুর বিষয় “(About a thing or concerning some object) এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টিকরা হয় যা আমরা দেখি ও উপলব্ধি করি ,তাই হল বাস্তব। এই দর্শন মনে করে জ্ঞান (Knowledge) ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সম্ভব। বাস্তববাদের মতে ভৌত জগতই (Physical world) সত্য। এই দর্শন প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী ।এই দর্শন থেকেই অধিভৌতিক তত্ত্বের (Metaphysical Theory) সৃষ্টি হয় । এই মতবাদ আত্মা(Soul),ঈশ্বর (God) এবং আধ্যাত্মিক(Spiritual) অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করে ,মানুষের মনের (Mind) অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, যা আজও সত্য। আর এই মন কে অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় ।বস্তু জগত যেমন সত্য তেমনই বস্তু জগতের নান্দনিক মূল্যবোধও সত্য। আর এই মূল্যবোধ মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয় ।

5.2 **পাশ্চাত্যের দর্শন সম্প্রদায়:** বাস্তববাদী দর্শনের তিনটি দিক → ক) অধিবিদ্যা (Metaphysics) খ) জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) গ) মূল্যবিদ্যা (Axiology)

ক) **বাস্তববাদের অধিবিদ্যা (Metaphysics):** বাস্তববাদী দর্শন প্রপ্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ।আর মানুষ যান্ত্রিক বাস্তুবাদের অংশ (Mechanical reality), যা মানুষ বা শিক্ষার্থী জীবনের নিজে উপলব্ধি করতে পারে । তাই মানব জীবনের মূল্যবোধ (Value of life) গুলো চরম সত্য। বাস্তববাদী দার্শনিকরা বিশ্বাস করে পৃথিবীর দুটি বস্তু – i) প্রাকৃতিক (Physical) ii) যান্ত্রিক (Mechanical) বস্তু।এই দুটি বস্তু বাস্তব সত্য ও পরিবর্তনশীল। আর এই বাস্তবতা আসে কার্য- কারন সম্পর্কের(Relation of cause effect) অস্তিত্বের মাধ্যমে । কার্য- কারন সম্পর্ক বস্তু জগতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারন কোন কার্য করার কারন জানার সাথে সাথে তার ফলাফল কি হবে বা হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারা । বাস্তববাদীরা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করে ‘সত্যম সত্যম ‘ Satyuamsatyam[9] । যার অর্থ হল সত্যের সত্য(The truth of the truth) ।ইহা হল সার্বজনীন সত্য। আর এই সত্যের সত্য অনুসন্ধান করে মানুষ বা শিক্ষার্থী। যার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী সত্যের গুন গুলো অনুভব ও উপলব্ধির মাধ্যমেই যাচাই করে থাকে । আর এই সব কিছুর আলোচ্য বিষয় হল মানব ও মানবীয় মন (Human and Human mind) ।

খ) **বাস্তববাদের জ্ঞানবিদ্যা (Realism of Epistemology)**: বাস্তববাদী দর্শনে জ্ঞানের উৎস হল বস্তুর সঙ্গেই স্বাধীনভাবে বিদ্যমান প্রকৃত জ্ঞান। অর্থাৎ একটি বস্তুর দ্বারা অর্জিত জ্ঞান পরিবর্তন হতে পারে । জ্ঞান যে বস্তুর সাথে টিকে থাকে তা হল অপরিবর্তনশীল, যা আমরা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারি । যেমন→ জুঁই ফুলের সুভাষ ও গন্ধ আছে ।এখন আমারা সেই গন্ধ অনুভব করতে পারছি বা পারছি না সেটা আলাদা ব্যাপার, এটা ঠিক যে জুঁই ফুলের ভাল গন্ধ আছে। আর এই জুঁই ফুলের গন্ধ বা সুভাষ হল স্থায়ী গুনাবলী,যা স্থির (Constant) ও বাস্তবসম্মত (Realist) l আর যা আমরা মনের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারি,তার সমস্ত জ্ঞান বস্তুর মাধ্যমেই বিদ্যমান। তবে এই জ্ঞান(Knowledge)বস্তু কেন্দ্রীক (Objective base)কিন্ত জ্ঞান বিষয় ভিত্তিক নয় (Not subjective base) । এই জ্ঞান ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ।আর এই জ্ঞান অর্জন করে থাকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে । যেমন- পর্যবেক্ষণ (Observation),পরীক্ষন(Experiment), আরোহন (Inductive), অবরোহন (Deductive)। এই মতবাদ অনুযাই প্রকৃত জ্ঞান (Perfect knowledge) হল বস্তু ভিত্তিক জ্ঞান (Material base knowledge),যাকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ,ও যুক্তির মাধ্যমেই অর্জন করা যায় । আর এই সমস্ত জ্ঞানের উৎস হল মানবীয় মন (Human mind)। সমস্ত জ্ঞানের মূল ভিত্তি হল বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত ভাবে প্রকাশিত জ্ঞান। আর এই পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ও যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান হল বাস্তবসম্মত জ্ঞান(Knowledge of Ultimate reality) বা চূড়ান্ত জ্ঞান। যা শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করতে পারে । তাই পৃথিবী (World

)কোন মায়া(Illusion) or Hallucination নয় । এটি সব দিক থেকে বাস্তব, যা আমরা প্রত্যক্ষনের মাধ্যমেই আমারা আমাদের মনের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারি ।

গ) বাস্তববাদের মূল্যবিদ্যা (Axiology of Realism): বাস্তববাদীরা বস্তুকেন্দ্রীক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ।প্রকৃত মূল্যবোধ হল নান্দনিক(Aesthetic)ও প্রাকৃতিক মূল্যবোধ (Naturalist values) ।আর এই মূল্যবোধের বিকাশ মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই হয়ে থাকে,যা আমরা অনুভব ও উপলব্ধি করে থাকি । আর এই মূল্যবোধ বিকাশ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ও যুক্তি নির্ভর। আর এই মূল্যবোধ গুলো ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তনশীল। কারণ প্রত্যেকে ব্যক্তির জ্ঞান পৃথক পৃথক মূল্যবোধের সৃষ্টিহকরে । তাই জ্ঞান নির্বিশেষে বস্তর মূল্য আছে । বাস্তববাদীরা মূল্যবোধের যান্ত্রিক বাখ্যা (Mechanical explains) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (Scientific analysis) অনুমোদন করেন। আর এই মূল্যবোধ চরম ও স্থির নয়, এই গুলো আপেক্ষিক (Relatively)।কারণ এর মূল্যবোধ গুলো পরিবর্তনশীল, যা শিক্ষার্থীরা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে । বাস্তববাদীরা সকল মূল্যবোধ কে ব্যবহারিক (Practical) প্রয়োজনীয় (Necessary) হিসাবে স্বাগত জানায় ।কারণ যে মূল্যবোধ টি শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক কাজে ,যখন যেটা প্রয়োজন, তখন শিক্ষার্থী সেটিকে বেছে নেয় ।আর শিক্ষার্থীর জীবনের বাস্তবতার মুখী হওয়ার ফলে গুণগত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে । আর সেই সব গুন গুলো শিক্ষার্থীর জীবন পরিচালনার কাজে সহায়তা করে ।

5.3 বাস্তববাদী দর্শনের লক্ষ্য (Aim of Realism): বাস্তববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল—

i) বাহ্যিক প্রকৃতি বা বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি দান (Donation knowledge to external nature or objects) ।

ii) ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ দান (Training of the senses organs) ।

iii) শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন করা (Developing physical and mental strength) ।

Iv) শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশ সাধন কর (Leaner character build and vocational skills development)

V) আদর্শ জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা ।Helping to Acquire ideal knowledge)

Vi) সুখী ও সফল জীবনের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা (To prepare students for a happy and successful life) ।

Vii) শিশুর সঙ্গেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক তৈরী করা (Creating relationship with the natural and social environment with the child) ।

viii) মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে শেখানো ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টিকরা । (To teach proper use of human resources and to create a sense of dignity towards labour).

ix) শিক্ষার্থীকে আত্ম সংরক্ষণ, আত্মোপলব্ধি ও সমন্বয়ে সাহায্য করা (To help the students in self-preservation, self-realization and adjustment) ।

খ) বাস্তববাদের পাঠ্যক্রম (Realism and Curriculum): বাস্তববাদীদের মতে পাঠ্যক্রম এমন হবে যাতে শিশু বা শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা যায় ।অর্থাৎ পাঠ্যক্রম হবে বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত,যা শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে । শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বাস্তববাদী দার্শনিক পাঠ্যক্রম সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যেই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় । আর এই পাঠ্যক্রম নির্ধারণে বাস্তব ও আদর্শের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । যে সমস্ত বিষয়ের উপর জোর দিয়ে পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছে তা হল—i)পাঠ্যক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিজ্ঞান সম্মত ii) বৃত্তিমূলক ও বাস্তবসম্মত জীবনের শিক্ষার্থীর সফলতার উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম রচনা করা । পাঠ্যক্রম রচনার মূল বিষয় গুলি হল --

অ) **মৌলিক বিষয় (Basic subject)**--3RS । 3RS হল লেখা(Writing),পড়া(Reading),অঙ্ক কষা(Sum) ।

আ) **বিজ্ঞান মূলক বিষয় (Science base Subject)**:গনিত,পদার্থ বিজ্ঞান, ও রসায়ন ।

ই) **সমাজ বিজ্ঞান মূলক বিষয়** (**Subject** of **Social Science** :- ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও আইন শাস্ত্র ইত্যাদি ।

ঈ) **সহ –পাঠ্যক্রমিক বিষয়**(**Co – Curriculum activities base Curriculum**): কলা, সংগীত ,নৃত্য ও অঙ্কন ।

উ) **বৃত্তি শিক্ষা** (**Vocational Education**) হস্তশিল্প, কৃষি বিজ্ঞান।

ঊ) **অন্যান্য বিষয়** (Orther Subject) সাহিত্য, দর্শন,ধর্ম. ।

4,বাস্তববাদ ও শিখন পদ্ধতি (Realism and Method of teaching): বাস্তববাদীদের মতে শিশুকে বাস্তব জীবনের বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গড়ে তোলার জন্য,যে সমস্ত শিখন পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে । তা হল – i) পর্যবেক্ষণ (Observation),ii) পরীক্ষন (Experimental) , iii)যৌক্তিক পদ্ধতি(Logical Method)—আরোহন (Inductive) ,অবরোহন (Deductive) iv) বক্তৃতা পদ্ধতি(Lecture Method) v) অভিদর্শন পদ্ধতি(Demonstration Method) vi) আলোচনা পদ্ধতি(Discussion Method) vii) Learning through memorization viii) Audio- Visual- Aids Method

ঘ) বাস্তববাদ ও শিক্ষক (Realism and Teacher): শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষার্ জন্য এমন পরিবেশে রচনা করবেন ,যাতে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনের মাধ্যমেই সহজে শিক্ষা লাভ করতেপারে । শিক্ষক এমন ভাবে বিষয়বস্ত উপস্থাপন করবেন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট অভিদর্শন (Demonstration) পদ্ধতির মাধ্যমেই এমন ভাবে বিষয়বস্ত উপস্থাপন করবেন, অর্থাৎ শিক্ষক demo করে দেখাবেন ও শেখাবেন যাতে শিক্ষার্থী সহজে বিষয়বস্ত শিখে উপলব্ধি করতে পারে । শিক্ষক সু- ব্যক্তিতের অধিকারী ,শৃঙ্খলা পরায়ন ও বাস্তববদী হবেন ।

ঙ) বাস্তববাদ ও শিক্ষার্থী (Realism and students): এই দার্শনিক মতবাদ অনুযাই শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক(Holistic)বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় । শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জনের জন্য সহজাত প্রবনতা অনুযাই শিশুকেন্দ্রীক ও শিল্প কেন্দ্রীক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় । বাস্তববাদীরা শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মুক্ত ও ভয়হীন পরিবেশ রচনার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয় ,শ্রেণী কক্ষের পরিবেশ এমন হবে ,সেখানে শিক্ষার্থীরা ভালবাসা ও সহানুভূতি পায়।

চ) বাস্তববাদ ও শৃঙ্খলা (Realism and Discipline): বাস্তববাদীদের মতে শৃঙ্খলা বস্তুবাদী নীতি ও আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব প্রকৃতি যেমন নিয়মে চলে ঠিক তেমনি তার অংশ হিসেবেই শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে থাকতে হবে ।শিক্ষার্থীকে আর্দশ শিখন পরিবেশ (Learning environment) দান করলে ,শিক্ষার্থীরা নিজে থেকেই শৃঙ্খলায়িত হয়ে উঠবে।

ছ) বাস্তববাদ ও বিদ্যালয় (Realism and School): বাস্তববাদীদের মতে , প্রাকৃতিক পরিবেশের ন্যায় বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি করা ,বিদ্যালয় গুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপকরনের প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকবে, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বস্তুধর্মী ও ব্যবহারীক জ্ঞান লাভ করতে পারবে । এর ফলে বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে। প্রত্যেকে শিক্ষার্থী নিজেকে বাস্তব জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে ।

6.বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তববাদের জ্ঞান মূলক কাঠামোর উৎকর্ষ বনাম বাস্তবতা: এই প্রবন্ধে আছে Epistemology শব্দ। এই Epistemology শব্দ দুটি ইংরেজী শব্দ নিয়ে গঠিত। একটি হল Episteme, অপর টি হল Logos l Episteme শব্দের অর্থ হল জ্ঞান (Knowledge), Logos শব্দের অর্থ হল বিজ্ঞান (Science)। Epistemology শব্দের অর্থ হল জ্ঞানের বিজ্ঞান (Study of Knowledge/ Science of Knowledge.) এই প্রবন্ধে জ্ঞান কে প্রকাশ করা হয়েছে বাস্তব ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে ।সমস্ত জ্ঞানের উৎস হল মন (Mind) ও বস্তুর সঙ্গে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান প্রকৃত জ্ঞান (Real knowledge)। আর এই প্রকৃত জ্ঞান হল উদ্দেশ্য ভিত্তিক (Objective base) । আর এই জ্ঞান মানবীয় মন (Human mind)ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের(Five sense organs) সমন্বয়ে গঠিত হয় ।

6.1 আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তববাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর উৎকর্ষ বনাম বাস্তবতার আলোচনা ও বিশ্লেষণ:

অ) বাস্তববাদের অধিবিদ্যা(Metaphysics of Realism): এই তত্ত্বে বস্তু জগত (Physical world) ও কার্য- কারন সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।যান্ত্রিক বস্তুবাদ কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ,কারণ মানুষ যান্ত্রিক বস্তুবাদের অংশ ।তাই মানুষ বা শিক্ষার্থী কার্য- কারন সম্পর্ক নির্ধারণ করে,উপলব্ধি করতে পারে। তবে প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর কার্য- কারন সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ,কারণ প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা, চাহিদা, প্রবনতা প্রত্যেকের থেকেই আলাদা ও পরিবর্তনশীল। যা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অনুভব ও উপলব্ধি করে শিক্ষার মাধ্যমেই জীবনের মান উন্নয়ন করে থাকে ।একই বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে থাকে এবং সেই জ্ঞান কে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমেই যাচাই করে থাকে। এর ফলে শিক্ষার্থী তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে থাকে।

আ)**বাস্তববাদের জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology of Realism):** এই দর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন নির্ভর করে i) ইন্দ্রিয়ের সংবেদন ii) পর্যবেক্ষণ iii) পরীক্ষন iv)যুক্তি v)মূল্যায়ন । বাস্তবিক ও বস্তু নির্ভর জ্ঞান , সামগ্রিক জ্ঞান মানবীয় মন,ইন্দ্রিয়ের সংবেদন, পর্যবেক্ষণ ওপরীক্ষনের উপর নির্ভর করে। যা শিক্ষার্থীরা অনুভব ও উপলব্ধির মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করে থাকে । তবে এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষন ব্যক্তি নির্ভর, যা শিক্ষার্থীর প্রত্যেকে একটি বস্তুকে কেন্দ্র করেই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা দান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনের উপর নির্ভর করে। যা শিক্ষার্থীরা যুক্তির মাধ্যমেই অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে । তাই আমারা বলতে পারি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ও যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান হল বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত।

ই) বাস্তববাদের মূল্যবিদ্যা:- এই মূল্যবোধের মূল ভিত্তি বস্তুকেন্দ্রীক মূল্যবোধ। বস্তুকে কেন্দ্র করেই এই মূল্যবোধ গড়ে ওঠে ।আর এই বস্তু কেন্দ্রীক মূল্যবোধ হল মৌলিক (Fundamental),সর্বজনীন(Universal) ।

এই জ্ঞান মূলক কাঠামোর দুটি দিক রয়েছে – ক) **লক্ষ্য (VISSION) খ) উদ্দেশ্য (MISSION)**

ক) লক্ষ্য (VISSION): বাস্তববাদের লক্ষ্য হল বস্তু ভিত্তিক বাস্তবসম্মত জ্ঞান ও সর্বজনীন বিকাশ। ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা,অনুভব ও উপলব্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই দর্শন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারে ব্যক্তির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বাস্তবিক সংযোগ কে প্রভাবিত করে।

খ) উদ্দেশ্য(MISSON): বাস্তববাদীদের উদ্দেশ্য হল নিজের সম্ভাব্য বিকাশ। এই দর্শন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই ব্যাক্তি তার বিকাশ ও নিজস্ব সঠিকতা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারবে , মানবীয় মূলধনের বিকাশ ঘটাবে এবং বাস্তব জীবনের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

•**বাস্তববাদের অধিবিদ্যা(Metaphysics of Realism):** বাস্তববাদী দর্শন হল পাশ্চাত্যবাদী দর্শন। এই দর্শন গভীর ভাবে মানুষের মধ্যেই বাস্তবিক সত্তার সৃষ্টি করে , প্রাকৃতিক বস্তুকে জানতে ও উপলব্ধি করতে সাহায্য করে ।বাস্তববাদের মূল বিষয় বস্তু হল প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক বস্তুবাদ(Physical and Mechanical matter) । আর মানুষ হল প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক বস্তুবাদের অংশ। তাকে জানা ও উপলব্ধি করা ,আমাদের পরম কর্তব্য। আর এই বস্তু জগতের সব দিক গুলো পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ও যুক্তির মাধ্যমেই পরিমাণ ও মূল্যায়ন করা ।আর এই বস্তু জগতের পরিবর্তনশীলের মাধ্যমেই রয়েছে কার্য- কারণ সম্পর্ক (Cause – effects retaliation) যাকে জানা ,বোঝা ও উপলব্ধি করা আমাদের পরম কর্তব্য। বাস্তব জগত যে পরিবর্তনশীল তা বহুমুখী পদ্ধতির মাধ্যমেই মূল্যায়ন ও পরিমাপ করা যায় ।যেমন – পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনের মাধ্যমে । তার ফলাফল আমারা আমাদের বাস্তবিক জীবনে অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারি । বাস্তববাদীরা 'সত্যর সত্য' অনুসন্ধান করে। আর এই সত্যের সত্য অনুসন্ধানের জন্য কার্য- কারন সম্পর্ক বর্তমান। আর এই সমস্ত কিছুকে জানতে সাহায্য করে মানবীয় মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ।অধিবিদ্যার কাঠামো যে বর্তমান তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি ।

•**বাস্তববাদের জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology of Realism):** বাস্তববাদের জ্ঞানের উৎস হল বস্তুর সঙ্গে স্বাধীন ভাবে বিদ্যমান প্রকৃত জ্ঞান। বাস্তববাদীদের মতে প্রকৃত জ্ঞান হল বস্তুর কার্য- কারন সম্পর্কীত জ্ঞান। এই জ্ঞান বাস্তব সর্বজনীন ও পরিবর্তনশীল। যাকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন , যুক্তি ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমেই জানা যায়। অর এই সমস্ত জ্ঞানের উৎস হল মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ । আর এই সংযোগের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জ্ঞান লাভ করে থাকে । তবে এই পর্যবেক্ষণ ব্যক্তি নির্ভর যা শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে একটি বস্তুকে কেন্দ্র করেই কার্য- কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনের উপর নির্ভর করে,ভিন্ন ভিন্ন ধারণা দান করে ,যা আমারা যুক্তি সহকারে অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারি । তাই আমারা বলতে পারি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ও যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান হল বাস্তব। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ও যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন→কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থী কে যেসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হয় তা হল --

1st দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করবে।

2nd শ্রবণেন্দ্রীয়ের (কর্ণ) মাধ্যমেই বস্তুর আওয়াজ বা শব্দ শ্রবণ করা।

3rd ঘ্রনেন্দ্রিয়ের (নাসিকা) মাধ্যমেই বস্তুর গন্ধ অনুভব করা।

4th স্বাদেন্দ্রীয়ের (জ্বিহা) বিভিন্ন অংশের দ্বারা বস্তুর বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করা।

5th স্পর্শন্দ্রিয়ের (ত্বক) বিভিন্ন অ অংশের স্পর্শ করে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি পাওয়া যায় ।যেমন—ঠান্ডা, গরম, মনোরম। এই ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী ব্যক্তি গত ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন, যুক্তি ও অনুসন্ধানের মাধ্যমেই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে, এর বাস্তবতা ও সুবিধা উপলব্ধি করতে পারবে। এর ফলে শিক্ষার্থী সুখ অনুভব করতে পারবে।

•বাস্তববাদের মূল্যবিদ্য (Axiology of Realism): বাস্তববাদীরা বস্তুকেন্দ্রীক মূল্যবোধে বিশ্বাসী (Believing in materialistic values)। এই বিশ্বাস প্রাকৃতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে । আর মূল্যবোধ গুলো হল মৌলিক ও সর্বজনীন। বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র করেই, বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে মূল্যবান করে থাকে । তাই মানুষ বা শিক্ষার্থী সবথেকে বেশি মূল্যবান (Valuable) । কারণ মানুষ বা শিক্ষার্থী তার বুদ্ধি ,যুক্তি শক্তি,কল্পনা শক্তি ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সমাজের কাছে মূল্যবান করে গড়ে তুলেছে। আর এই বস্তু জগতে ব্যক্তিরা একই বস্তুকে কেন্দ্র করেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে থাকে। যে যেমন ভাবে প্রাকৃতিক বস্তু গুলোকে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করে ,তার মূল্য তত বাড়তে থাকে। এর ফলে তার মুল্য সমাজের জন্য সর্বজনীন হয় ,তখন তার মূল্য বাড়তে থাকে । যেমন—অক্সিজেন, সব সময় মানব জীবনের জন্য প্রয়োজন। ইহা হল একটি সর্বজনীন সত্য, যা আমরা বাস্তব জীবনে অনুভব ও উপলব্ধি করে চলেছি ।বাস্তবিক জীবনের মূল্যবোধ গুলো স্থির নয় ।এই গুলো আপেক্ষিক (Relative) । সময়ের সাথে সাথেই কার্য-কারন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। তবে সময়ের সাথে সাথে কোন কোন বস্তুর মূল্য কমতে থাকে। তবে কিছু কিছু প্রাকৃতিক বস্তুর Value সব সময় স্থির। । যেমন—জল (Water,),আলো (Light),বাতাস (Air) । এই সমস্ত বস্তু গুলো বাস্তব জীবন পরিচালনার কাজে সব সময়ই সাহায্য করে চলেছে।

•বাস্তববাদের উদ্দেশ্যের প্রাকৃতিক গুলো হল→ ক) বস্তু জগতের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচয় । খ) বাস্তবিক অভিজ্ঞতা হল বস্তুগত বিষয়ে সচেতনতা (সচেতন মূলক বিষয়) গ) বাস্তবিক জগতকে উপলব্ধি করা (উদ্দেশ্যের সচেতনা) ।ঘ) ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা ঙ) শারীরিক ও মানসিক বিকাশ চ) পর্যবেক্ষণ মূলক সচেতনতা ছ) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন। জ) শিক্ষার্থীর আত্মসচেতনতা।

ক) **বস্তু জগতের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচয়** → বাস্তববাদের মূল উদ্দেশ্য বস্ত জগতের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো। এর ফলে শিশু বা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বস্তুকে চিহ্নিত করে, প্রয়োজন অনুসারে সে তার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে।

খ) **ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা** → বস্তু জগতের বিভিন্ন বস্তুকে চিহ্নিত করার জন্য ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই বিভিন্ন বস্তুকে পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতে শেখে,প্রত্যেকে বস্তুকে প্রত্যেকের থেকেই আলাদা করে থাকে।

গ) **শারীরিক ও মানসিক বিকাশ**→ ইন্দ্রিয়ের ও মনের বিকাশের জন্য শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রয়োজন। শারীরিক অঙ্গ প্রসঙ্গ সঠিক ভাবে বিকশিত হলে ইন্দ্রিয় গুলো সক্রিয় হয় ।এর ফলে শিক্ষার্থী পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক কাজ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে। আর এর জন্য মনের বিকাশের প্রয়োজন,আর মনের বিকাশ ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের উপর নির্ভরশীল।

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঘ) **বাস্তবিক অভিজ্ঞতা ও বস্তুগত বিষয়ে সচেতনতা** → যখন শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুকে চিহ্নিত করন করতে পারে ,তখন সে জানার চেষ্টা করে,সেই বস্তুর সৃষ্টি ,কাজ ,সুবিধা ও অসুবিধা ।এর ফলে শিক্ষার্থী সেই বস্তু সম্পর্কে সচেতন হয় এবং বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে ।

ঙ) **পর্যবেক্ষণ মূলক সচেতনতা** → এখানে শিক্ষার্থী দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন করে in details data সংগ্রহ করে । সেই ঘটনার থেকে শিক্ষার্থী কার্য- কারণ সম্পর্কের মাধ্যমে সচেতন হয়ে ,সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয় ।

চ) **আত্ম সচেতনতা**→ এখনে শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন পদ্ধতি ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটনাটি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে, এই ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয় এবং এই ধরনের ঘটনার থেকেই বিরত থাকার চেষ্টা করে ।

ছ) **বাস্তবিক জগত কে উপলব্ধকরা → শিক্ষার্থী** বস্তু জগতের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ,পর্যবেক্ষণ,পরীক্ষন ও যুক্তি শক্তির মাধ্যমে অনুভব ও বিশ্লেষণ করে , বাস্তবিক জগৎকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে ।

•বাস্তববাদ ও পাঠ্যক্রম (Realism and Curriculum): - বাস্তববাদী দর্শনের পাঠ্যক্রমের যে কাঠামো দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যেই শিক্ষার্থীর মানবীয় বিকাশের যে দিক গুলো উন্মোচিত হয়েছে তা হল নিম্ন রুপ→

অ) মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ (Basic knowledge development) ।আ) বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশ (Intellectual cognitive development) ই)সামাজিক জ্ঞানের বিকাশ (Social Cognitive development) ঈ) নান্দনিক জ্ঞানের বিকাশ (Atheistic knowledge development) উ) সক্রিয় প্রয়োগ ভিত্তিক জ্ঞানের বিকাশ (Active, Applied base cognitive development) ঊ) নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ (Moral cognitive development)

ছকের সাহায্যে বাস্তববাদী দর্শনের পাঠ্যক্রম বিকাশের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশের তালিকা.-->

ক. Cognitive Stage (জ্ঞান মূলক স্তর)	Content selection and organize (বিষয়বস্ত নির্বাচন ও প্রস্তুত)	i) মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ। ii) বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশ। iii) সামাজিক জ্ঞানের বিকাশ।
খ. Affective Stage (অনুভুতি মূলক বিকাশ স্তর)	Curriculum Evaluation (পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন)	iv) নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ। v) নান্দনিক জ্ঞানের বিকাশ।
গ. Active stage (সক্রিয় স্তর)	Active Feedback Analysis	vi) সক্রিয প্রয়োগের ভিত্তিতে জ্ঞানের বিকাশ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

■**মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ (Fundamental knowledge development):**

এই পাঠ্যক্রমের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। আর এই মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ না হলে। শিক্ষার্থী পরবর্তী স্তরে বিষয়বস্ত সঠিক ভাবে শিখেতে, বুঝতে ও উপলব্ধি করেতে পারবে না । আর এই মৌলিক জ্ঞানের বিষয় গুল হল 3RS অর্থাৎ লেখা (Writing),পড়া (Reading) ও গনিত(Sum))। অর্থাৎ শিশু বা শিক্ষার্থীকে প্রথমে বিভিন্ন বর্ণ বা অক্ষরের(Latter) সঙ্গে পরিচয় হবে ।অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণ বা Latterগুল চিহ্নিত করন করতে পারতে হবে । এর সঙ্গে দুটি বর্ণ বা অক্ষর পাশা পাশি বসিয়ে শব্দ গঠন , এক বা একাধিক শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে বাক্য গঠন করার সাথে সাথে মুখে সঠিক উচ্চারণ করতে শেখানো। মুখের ভেতরে বিভিন্ন অংশে জ্বিহার স্পর্শ ও শ্বাস বায়ুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ করতে শেখানো । এর ফলে শিক্ষার্থী নির্ভুল উচ্চারণের মাধ্যমেই সঠিক ভাবে পড়তে ও কথা বলতে পারে । তাই আজ ও শিক্ষার্থীরা এই ভাবে কথা বলা লেখার মাধ্যমেই মনের ভাব প্রকাশ করে চলেছে । আর এই বিভিন্ন ধরনের কথা বলা দৃষ্টিভঙ্গির ও লেখার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা তারা তাদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধশীল করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে । বিভিন্ন ধরনের কথাবলার ও লেখার এই প্রাচীন রীতি আজ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই শিক্ষার্থী যখন সঠিক ভাবে লিখতে ও পড়তে পারে তখন তার আত্ম বিশ্বাস আর বাড়তে থাকে । শুধু তাই নয়, না পারার সমস্যা গুল চিহ্নিত করে সমস্যার সমাধান করে থাকে ।

■**বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশ (Intellectual cognitive development) :-** যখন থেকে একজন শিক্ষার্থী সঠিক ভাবে লিখতে ও পড়তে পারে ,তখন থেকেই শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন শুরু হয় ।বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশের জন্য বাস্তববাদের যে বিষয় গুল নির্বাচন করা হয়েছে ,সেগুলোর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি(বিমূর্ত ও মূর্ত) ,যুক্তি শক্তি(মূর্ত ও বিমূর্ত),কল্পনা,অনুভব, অনুভূতি ও ইচ্ছা শক্তির বিকাশ ঘটে ।বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী তারা তাদের রুচি,আগ্রহ,চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযাই শিক্ষালাভকরতে পারে,তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । বৌদ্ধিক জ্ঞান মূলক বিকাশের জন্য পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে বাস্তববাদে জ্ঞান, সক্রিয়তা ও প্রয়োগ এই তিনটি বিষয় পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞান(Knowledge) :- জ্ঞান এমন হবে যাতে শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয় পঠন পাঠনের মাধ্যমেই জানবে ,বুঝবে ,অনুভব ও উপলব্ধির করে সক্রিয় হয়ে উঠবে ।

■**সামাজিক জ্ঞানের বিকাশ** (Social Cognitive development): - এই দর্শন সামাজিক জ্ঞানের বিকাশের জন্য যে বিষয় গুলো নির্বাচন করেছেন, সেগুলো আজও নান ভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক জ্ঞানের বিকাশ যটিয়ে থাকে ।এই বিষয় গুলো সমাজের পূর্বের অবস্থা, মানুষের আচার আচরণ, খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগীতা, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ম নীতি, বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্র কে প্রভাবিত করে । শিক্ষার্থীরা জানতে পারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পোশাক, খাদ্য তালিকা বিভিন্ন রকম কেন? বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশের আবহাওয়া বিভিন্ন ধরনের রয়েছে ।এই ভিন্নতার কারনে খাদ্য তালিকা ও পোশাক ভিন্ন ভিন্ন হয় । পূর্বের ও বর্তমান প্রচলিত নিয়ম নীতি জানতে ও বুঝতে পারে। আর বর্তমানে যখন নিয়ম ,নীতি গুলো শিক্ষার্থীরা মেনে চলে তখন শিক্ষার্থীরা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় ।শিক্ষার্থীরা সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষকে ভালবাসতে শেখে । এর ফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গেই সামাজবদ্ধ মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় । এই বিষয়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা জানতে পারে ও উপলব্ধি করে ,পূর্বের শিক্ষা ,সংস্কৃত, ঐতিহ্য যা সমাজ ব্যবস্থাকে আর উন্নত করতে সাহায্য করে । আর এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি না থাকলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে ।

■**প্রয়োগ** (**Application**) → শিক্ষার্থীরা পঠন পাঠনের মাধ্যমেই যে জ্ঞান অর্জন করে ,সেই জ্ঞান কে শিক্ষার্থী তার বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করে, সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে । আবার শিক্ষার্থী কখন ও ব্যর্থ হয় । তখন শিক্ষার্থী ব্যর্থতার কারণ গুলো চিহ্নিত করে ,সমস্যার সমাধান করে থাকে ।

■**সক্রিয়তা** (Activity) →শিক্ষার্থী যখন তার অর্জিত জ্ঞান কে বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করে, তখন শিক্ষার্থীর, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গ, ইন্দ্রিয়, মন বিভিন্ন ভাবে কাজ করে । ফলে শিক্ষার্থী নতুন কিছু সৃষ্টিকরে, মানবীয় মূলধনের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে । আর এই বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশের জন্য অর্ন্তভুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান মূলক বিষয় ।

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

▪নান্দনিক জ্ঞানের বিকাশ (Atheistic knowledge development) :- বাস্তববাদ শিক্ষার্থীদের নান্দনিক বিকাশের জন্য যে পাঠ্য বিষয় গুলো সংযোজিত করেছেন, তা আজও বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রের পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত রয়েছে । এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে ।অর্থাৎ এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর চিন্তা, যুক্তি,কল্পনা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে ।এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর নতুন কিছু তত্ত্বের বা New Theory সৃষ্টি হবে ।এর ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়টি সম্পর্কের নতুন অনুভূতি ও আনন্দের সৃষ্টিহবে ।যার ফলসরূপ শিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং মানবীয় মূলধন বিকাশের সুযোগ ঘটবে ।

▪ নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ → বাস্তববাদী দর্শন নৈতিক জ্ঞান মূলক বিকাশের জন্য, যে বিষয় গুলো নির্বাচন করেছে ,তা আজও নানা ভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যেই নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে ।এই জ্ঞান শিক্ষার্থীর মনের ভেতরে কত গুলো নিয়ম তৈরি করে ,যে গুলো তার শরীর ও মনকে মেনে চলতে, ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ নির্বাচন করতে সাহায্য করে । যেমন- ভাল(good) মনের মধ্যেই আনন্দের সৃষ্টি করে । আবার মন্দ(Heat)শিক্ষার্থীর মনের মধ্যেই বিতৃঞ্চনার সৃষ্টি করে । যা আমরা মনের মধ্যেই অনুভব করতে পারি এবং যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে শরীরের অঙ্গ প্রসঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমেই,বাহ্যিক নিয়ম নীতি মেনে চললে শরীরের যেমন উপকার হয় ,তেমনই মনও শান্ত থাকে ।যার ফলসরূপ মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় ।

▪ সক্রিয় প্রয়োগের ভিত্তিতে জ্ঞানের বিকাশ (Active, Applied base cognitive development): - বাস্তববাদে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ও প্রয়োগের ভিত্তিতে জ্ঞানের বিকাশের জন্য যে সমস্ত বিষয় গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে গুলো আজও সক্রিয়তার ভিত্তিতে অনুশীলনের মাধ্যমে বা হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে বাস্তবিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে । এর ফল স্বরূপ বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রর হস্তশিল্প ও কৃষি বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটে চলেছে ।

6. 3 বর্তমান বাস্তববাদী দর্শনের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা:

শিক্ষাদান স্তর-1 সংবেদনের বিকাশ (Development of senses) →সংবেদনের প্রশিক্ষণ (Sense Training) এখানে শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় শেখানোর জন্য শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় গুলোকে সক্রিয় করে তোলা হয় । তখন শিক্ষার্থীর পাঁচ টি ইন্দ্রিয়ও মন সক্রিয় থেকে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে ।যেমন→ **▪ চোখ**👁—এই দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে দর্শন করতে শেখানো ।যেমন, ছোট ,বড় ,সুন্দর ও কুৎসিত। **কর্ণ** 👂 👂 – এই শ্রবণেন্দ্রীয়ের মাধ্যমেই বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর বা প্রাণীর ডাকের শব্দ শ্রবণের মাধ্যমেই বিভিন্ন বস্তুবা প্রাণীদের চিহ্নিত করতে শেখানো।যেমন- প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর শব্দ ,যেমন- মেঘের ডাক, বৃষ্টির জলের শব্দ ইত্যাদি। **নাসিকা** 👃 👃 - এই ঘ্রনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গন্ধের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুকে চিহ্নিত করন করতে ও আলাদা করতে শেখানো । শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ করতে শেখানো ।তবে বস্তুর ঘ্রাণ সংবেদনের সঙ্গে মন সংযুক্ত হলে তখন শিক্ষার্থীর ঘ্রাণ অনুভব করেতে শেখে । যেমন- ভাল ও খারাপ গন্ধ । • **জিহ্বা**👅 👅 – এই স্বাদ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন সংযুক্ত হলে তখন জিহ্বার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন স্বাদ শিক্ষার্থী অনুভব করতে শেখে । যেমন – টক ,ঝাল, টক তেত ইত্যাদির। এখানে জিহ্বা মুখের ভেতরে বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করে ও শ্বাস বায়ুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ উপলব্ধি করতে শেখানো । **•ত্বক** 🤚 ✋ - ত্বক হল স্পর্শ ইন্দ্রিয়। স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর যেমন- ঠান্ডা,গরম, হালকা ঠান্ডা ও গরম অনুভব করতে শেখানো । তবে শিক্ষার্থীদের বার বার অনুশীলনের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয় গুলোকে সক্রিয় ও বাস্তবসম্মত করে তোলা হয় ।

▪ শিক্ষাস্তর (2) সক্রিয় স্তর ক) পর্যবেক্ষণ→ এই পদ্ধতি হল মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিখন ও গবেষণা লব্ধ পদ্ধতি । এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ।এই পদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থী নিজে থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠবে ।এই বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় ও মন সক্রিয় থেকে In depth data collection করে, তথ্যের বিশ্লেষণ করে ।তবে ভুল হলে সংশোধনের সুযোগ রয়েছে । তাই বলা যায় এই পদ্ধতি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাকে সমৃদ্ধশালী করে চলেছে ।

খ) পরীক্ষন(Experimental Method) :- এই পদ্ধতি হল একটি গবেষণামূলক পদ্ধতি ।এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজে থেকেই সক্রিয় থাকে । এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কোন একটি পরীক্ষামূলক বিষয় এক বা একাধিক দলের উপর প্রয়োগ করে ,পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ,সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। তবে এই পরীক্ষনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এখানে শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে । এই

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক বিষয়টি কোন দলের উপর কতটা প্রভাব ফেলে থাকে তা নির্ধারণ করে থাকে। কতটা প্রভাব ফেলে থাকে ,তা নির্ধারণ করতে হলে শিক্ষার্থীকে কত গুলো স্তরের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যেমন --

1st Problem solving (সমস্যা নির্বাচন)

2nd Variable selection (চলক নির্বাচন)

3rd Hypothesis selection (প্রকল্প গঠন)

4th Experimental of designs (পরীক্ষার নক্সা তৈরি)

5th Techniques of data collection (তথ্য সংগ্রহ ও কৌশল নির্বাচন।

6th Data Analysis (তথ্য বিশ্লেষণ) ।

7th Accepted of decision (সিদ্ধান্ত গ্রহণ) ।

■**শিক্ষদান স্তর – 3)জ্ঞান মূলক বিকাশের (বক্তৃতা) →** এই পদ্ধতি মুলত শিক্ষক কেন্দ্রীক পদ্ধতি।এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সক্রিয় থাকে ।এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীকে জ্ঞান বিতরণ করে ।আর এখানে শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতার মত বিষয়বস্তু মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে,বিষয়বস্তকে জেনে , বুঝে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে ।তবে এক্ষেত্রেও শিক্ষককে কত গুলো বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয় । যেমন- স্পষ্ট বাচনভঙ্গি, স্পষ্ট উচ্চারণ, বানানের নির্ভুলতা ,নির্ভুল তথ্য প্রদান ,সুমধুর শব্দ ,এমন ভাবে বিষয়বস্ত উপস্থাপন করবেন শ্রেণী কক্ষের প্রথম বেঞ্চে বসে থাকা শিক্ষার্থী থেকে শেষ বেঞ্চে বসে থাকা সকল শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্ত টি স্পষ্ট ভাবে শুনে বোধগম্য হয় । অর্থাৎ শিক্ষার্থী বিষয়টি শোনা মাত্র মস্তিষ্কের সংজ্ঞাবাহ স্নায়ুর গ্রাহক অংশ উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কের গুরুমস্তিকে পৌঁছালে তখন শিক্ষার্থী বিষয়টি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে ।শিক্ষক মহাশয় কে শ্রেণী কক্ষের কতগুল বিষয়ে নজর দিতে হয় ।যেমন- শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ শান্ত,খোলা মেলা ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে, । এই পদ্ধতি আজও শিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে ।

■ **শিক্ষদান স্তর- 4) জ্ঞান মূলক মানবীয় বিকাশ – অভিদর্শন পদ্ধতি: -**

শিশু বা শিক্ষার্থীকে অভিনয় করে দেখানোর মাধ্যমেই শিক্ষাদান করাকে অভিদর্শন পদ্ধতি(Demonstration Method) বলে । এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তটিকে টিকে কিভাবে যত্ন সহকারে শেখানো হচ্ছে,তা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা,যা শিক্ষার্থী অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমেই শিখে থাকবে । এই পদ্ধতি শিক্ষাক – শিক্ষার্থী নির্ভর পদ্ধতি।এখানে শিক্ষক- শিক্ষার্থীর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সক্রিয় থাকে । এখানে শিক্ষক কিভাবে বিষয়বস্ত উপস্থাপন করছেন ও শেখাচ্ছেন, সেটা শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ, অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই শিখে থাকে ।

■ **আলোচনা পদ্ধতি→ এই পদ্ধতিতে** শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কোন একটি বিষয় নির্বাচন করে, অধ্যায়ন করে, বিষয়বস্ত কে বোঝে, আর যখন সে বুঝতে পারে তখন সে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে, এর পর শিক্ষার্থী যা ভাবল, বুঝল ও চিন্তা করল তা সবার সামনেই প্রকাশ করে । সে প্রকাশ করে তাঁর চিন্তা শক্তি, যুক্তি শক্তি, ও কল্পনা শক্তি । যা আজও শিক্ষা ক্ষেত্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে ।

■**Learning Through Memorization:** -শিশুদের শিখনের ক্ষেত্র Learning **through memorization** একটি গুরুত্বপূর্ণ শিখন পদ্ধতি ।শিখনিয় বিষয়বস্ত এমন ভাবে উপস্থাপন করবেন, এই শিখনের সঙ্গেই যুক্ত অন্যান জ্ঞানের বিষয় মনের মধ্যেই চলে আসে । শুধু তাই নয় শিশু বা শিক্ষার্থী যা শিখবে তা স্মৃতিতে প্রতিচ্ছবি তৈরি হবে এবং এর জন্য বার বার অনুশীলনের প্রয়োজন। এই শিখন স্মরণ প্রক্রিয়ার কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে । যেমন—শিখনীয় বিষয়বস্ত→ পর্যবেক্ষণ ও শ্রবণ → সংরক্ষণ→ পুনরুদ্রেক→ প্রত্যভিজ্ঞা ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আর এই শিখন মনের তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। যথা , অবচেতন স্তর,→ প্রাক চেতনস্তর ,→ চেতন স্তর। যখন শিশু বা শিক্ষার্থী মনের মধ্যেই কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ,তখন শিক্ষার্থী উত্তর টি অবচেতন স্তর থেকেই প্রাকচেতন, আবার প্রাকচেত স্তর থেকে চেতন স্তরের চেতনার কেন্দ্রে নিয়ে এনে উত্তর প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যে যে ভাবে শিখবে তা স্মরণ করবে। যা আজও শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এই ভাবেই শিখন করে শিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে।

■ **Audio- Visual- Aids Method**→ এই ধরনের শিখন পদ্ধতি বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থী যেমন আলোচ্য বিষয়কে সরাসরি দেখতে ও শুনতে পায় ,তাই শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ ও মনযোগ বৃদ্ধি পায় ,বিষয়বস্তকে বুঝে ও উপলব্ধি করতে পারে এবং তার একটি প্রতিচ্ছবি মনে বা স্মৃতিতে আঁকা থাকে। তবে এই ক্ষেত্র আমারা আমাদের অসুবিধা গুলো লক্ষ্য করতে পারি। যেমন- শিক্ষার্থী বিষয়টি শোনা ও বোঝার মাধ্যমেই যে ধরনের চিন্তা শক্তির ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটত, এক্ষেত্রে তা অবহেলিত থেকে যেতে পারে। এই সমস্ত সমস্যা থাকলেও বাস্তবে শিক্ষা ক্ষেত্রের শিক্ষার্থীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই পদ্ধতিতে অধ্যায়ন ও অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

6.5 বাস্তববাদ ও শিক্ষক (Realism and Teacher)→ বাস্তববাদীদের মতে আদর্শ শিক্ষক প্রাকৃতিক ও বাস্তব জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবেন এবং জ্ঞান কে নিজে থেকেই বুঝবে ও আত্মোপলব্ধি করবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য এমন বাস্তবমুখী পরিবেশ রচনা করে ,এমন ভাবে বিষয়বস্ত উপস্থাপন ও প্রকাশ করবেন ,যাতে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনের মাধ্যমে বাস্তব চেতনার জাগ্রত হয়। যার ফলসরূপ শিক্ষার্থীর মধ্যে বাস্তব চেতনার উন্মেষ ঘটবে ও আচরণ ধারার পরিবর্তন হবে ।এর ফলে বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্র আজও শিক্ষকের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

6.6 বাস্তববাদ ও শিক্ষার্থী(Realism and Student) → বাস্তববাদীদের মতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা মূলত শিশুকেন্দ্রীক ও শিল্প কেন্দ্রীক। এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজস্ব সহজাত প্রবনতা অনুযাই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের চিন্তা,যুক্তি,কল্পনা শক্তিকে বিভিন্ন বাস্তবমুখী কাজে প্রয়োগ করে,বাস্তব সমাজের উপযোগী হয়ে গড়েউঠলবে ও আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটবে। তবে এই কাজ শ্রেণীকক্ষের ভয়হীন মুক্ত পরিবেশে,ভালবাসা ও সহানুভূতি ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ভয়হীন মুক্ত পরিবেশ, ভালবাসা ও সহানুভূতি অত্যন্ত জরুরী।

6.7 বাস্তববাদ ও শৃঙ্খলা(Realism and Discipline)→ বাস্তববাদীদের শৃঙ্খলা বস্তুবাদী নীতি ও আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব প্রকৃতি যেমন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে, ঠিক তেমনই শিক্ষার্থীও প্রকৃতির একটি অংশ। তাই শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। আর এই শিক্ষার্থী যদি শৃঙ্খলা অনুযাই অগ্রসর হয়, বাহ্যিক কোন বিধিনিষেধ তাকে প্রভাবিত করতে পারেনা ।শিক্ষার্থীকে আর্দশ শিখন পরিবেশ দান করলে ,শিক্ষার্থী নিজে থেকেই শৃঙ্খলায়িত হয়ে উঠবে , আর শিক্ষার্থী শৃঙ্খলায়িত হয়ে উঠলে ,শিক্ষার্থীর পাঠের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে ও শিখন দক্ষতার বিকাশ ঘটবে । যর ফলে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের উপযোগী হিসাবে গড়ে উঠবে ।

7. গুরুত্ব এবং সিদ্ধান্ত (Significant and conclusion : এই প্রবন্ধ থেকে বাস্তববাদের জ্ঞান মূলক কাঠামোকে জেনে ,বুঝে ও উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এই জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন Focus of Concentration . Three stages Focus of Concentration i) Concentration of Focus ii) Lazar like Focus iii) Holding the Focus যা বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে। এই অধ্যায়নের মূল ভিত্তি হল বাস্তবিক জগত ভিত্তিক জ্ঞান (Real world base knowledge)। এই জ্ঞান মৌলিক ও সর্বজনীন। এই জ্ঞান সর্বদাই সত্য (Truth) ও পরিবর্তনশীল (Changeable)। আর এই জ্ঞান শিক্ষার্থীর শরীর, মন ও আচরণের সংশোধন করে, জীবনের মান উন্নয়ন করে। আর এই মানব জীবনের মান উন্নয়নের গুণগত বিকাশ মূলক দিক গুলো হল—

জ্ঞান ভিত্তিক বিকাশ	মানবিয় মূলধনের বিকাশ	মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান
1,মৌলিক জ্ঞান, বাস্তব জগতের মূল্যবোধ, 3RS জ্ঞান।	বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে আত্মোপলব্ধি, নিজস্ব ধারণা	ইন্দ্রিয়য়ের ও মনের বিকাশ

2.গভীর চিন্তন	বাস্তবে সামাজিক বিকাশে সৃজনশীল চিন্তন। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষন নির্ভর জ্ঞান	মন ও ইন্দ্রিয়য়ের সঙ্গে সংযুক্ত
3.নৈতিক জ্ঞান	সত্য, ব্যক্তিত্ব, বাস্তব অনুভূতি ও বিশ্বাস	মন ও ইন্দ্রিয় সক্রিয় হলে দেহের স্নায়ু গুলো সক্রিয় হয়
4.সমন্বিত জ্ঞান	আভ্যন্তরীণ দক্ষতার বিকাশ	সক্রিয প্রতিক্রিয়া
5.নান্দনিক জ্ঞান	গভীর চিন্তনের বিকাশ	মস্তিষ্ক ও স্মৃতি শক্তির বিকাশ
6.ব্যবহারীক জ্ঞান	দক্ষতা ও পারদর্শিতা।	ব্যক্তিত্বের বিকাশ

এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা উচ্চ গুণগত শিখন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করে ,শিক্ষার্থীরা বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করে ,বহুমুখী চাহিদা পূরণ করবে। বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই অধ্যায়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক মানবীয় মূলধন ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাস্তব জগৎ কে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবে। বাস্তব জগত কে বোঝা ও উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন ও যুক্তিপূর্ণ ধনাত্মক চিন্তার। এই ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা ও বাস্তবতার মাধ্যে ফাঁক থাকলেও এই প্রবন্ধ বাস্তব জীবনে শিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে ,শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিকাশ ও আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটাবে । বাস্তব বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুভব ও উপলব্ধির মাধ্যমেই জানতে ও বুঝতে পারলাম পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর মধ্যেই জ্ঞান, অনুভূতি ও সক্রিয়তা ঘটায় ।আর শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীকে আত্মোপলব্ধি করতে শেখাবে ,বাস্তব জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলবে । আর এই শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের বিষয় গুলো অনুশীলনের মাধ্যমেই, আজ ও শিক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে ,তা আজও আমারা অনুভব ও উপলব্ধি করছি ।

8.তথ্য সূত্র/ গ্রন্থ পঞ্জি

1. Y.K. Singh, Philosophical foundation of Education, 2007, APH Publishing, New Delhi page no 95 – 117

2. S.M.Sahid , Foundation of Education, 2008, Mazeed Loharee. Page no - 46- 66.

3.সুশীল রায় ,শিক্ষাভত্ব ও শিক্ষাদর্শন, 2013 সোমা বুক এজেন্সি,কলকাতা, Page no 221- 125

4.দিবেন্দু ভট্টাচার্য, শিক্ষা ও দর্শন,2013, প্রিয়ারসন এডুকেশন ইন্ডিয়া, Page no 41 to 51

5. দিবেন্দু ভট্টাচার্য, শিক্ষা দার্শনিক ভিত্তি, 2019 ,আলাপন, এন্টার প্রা ইজ ,কলকাতা-700050